সংবাদ

তারিখ ... 13 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ

প্রতিনিধি, আগৈলঝাড়া (বরিশাল)

বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী উজিরপুরের বামরাইল(?) ইউনিয়নে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ ও অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া অভিভাবকদের না জানিয়ে ও মতামত উপেক্ষা করে প্রধান শিক্ষক তার পছন্দমতো লোকজন অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, ... সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহিন আরা বেগম ও সহকারী শিক্ষক কবির হোসেন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন অজুহাতে কেটে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ করছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের পরিচালক বরাবরে লিখিত অভিযোগ করেন। এর অনুলিপি প্রদান করা হয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বরিশাল বিভাগীয় উপ-পরিচালক, বরিশাল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে। অভিভাবকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ নভেম্বর সরেজমিনে তদন্তে আসেন উপবৃত্তি প্রকল্পের (২য় পর্যায়) উপ-পরিচালক প্রবীর কুমার চক্রবর্তীসহ ৩ সদস্যের তদন্ত টিম। তারা তদন্ত করে অভিযোগের অনেকটা সত্যতা পেয়েছেন।

স্থানীয় অভিভাবকরা জানান, কিছুদিন পূর্বে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হলেও তা অভিভাবকদের মতামত উপেক্ষা করে পকেট কমিটি গঠন করে তা অনুমোদন করে এনেছেন প্রধান শিক্ষক।

স্থানীয়ভাবে আরও জানা গেছে, প্রধান শিক্ষকের সব অনৈতিক কাজে সহায়তা করেন সহকারী শিক্ষক কবির হোসেন। আর উপবৃত্তির টাকা প্রদানে অনিয়ম করে এর একটা অংশ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আনওয়ারুল ইসলামকে দেয়া হয়। উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রত্যন্ত এলাকার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রদানে ব্যাংক স্টাফ ও এটিওর মাধ্যমে ব্যাপক দুর্নীতি হয় বলে জানা গেছে। দুর্গম এলাকা হওয়ায় যাতায়াতে সমস্যার কারণে এসব স্কুলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগণ্য। অভিযোগ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তদন্ত করেছেন। তদন্তে প্রাপ্ত সত্যতার ভিত্তিতে তারা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেবেন। এখানে আমার কিছু বলার নেই। উপজেলার অন্যান্য স্কুলে অনিয়মের বিষয়ে আমার জানা নেই।